**উপজেলা চেয়ারম্যানদের জন্য ‘উপজেলা ব্যবস্থাপনা**

**ও ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিষয়ক প্রশিক্ষণ উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ঢাকা, সোমবার, ২৯ চৈত্র ১৪১৬, ১২ এপ্রিল ২০১০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

প্রিয় উপজেলা চেয়ারম্যান ভাই ও বোনেরা,

সুধিমন্ডলী

আসসালামু আলাইকুম।

বাংলা নববর্ষকে সামনে রেখে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি নববর্ষের আগাম শুভেচ্ছা।

বিগত নির্বাচনের আগে আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে অঙ্গীকার করেছিলাম, আগামী ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমরা এমন এক বাংলাদেশ গড়তে চাই, যে বাংলাদেশ হবে আধুনিক, সমৃদ্ধ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তিতে অগ্রসর বাংলাদেশ -  ডিজিটাল বাংলাদেশ।

আমরা সরকার গঠনের পরপরই ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারণাকে সবার কাছে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট করার অভিপ্রায় নিয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব, ই-গর্ভনেন্স ফোকাল পয়েন্ট, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের জন্য আমার কার্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের প্রশিক্ষণ উদ্বোধনের সময় আমি এটুআই প্রোগ্রাম-এর কর্মকর্তাদের বলেছিলাম উপজেলা চেয়ানম্যানদের জন্য অনুরূপ একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে।

এরই ধারাবাহিকতায় আজ উপজেলা চেয়ারম্যানদের জন্য ‘উপজেলা ব্যবস্থাপনা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিষয়ক প্রশিক্ষণ শুরু হতে যাচ্ছে।

প্রিয় উপজেলা চেয়ারম্যান ভাই ও বোনেরা,

আমাদের সরকার জনগণের সরকার। সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। আমরা যেকোন মূল্যে এ লক্ষ্য অর্জন করতে চাই। আর সেক্ষেত্রে ডিজিটাল বাংলাদেশই হতে পারে আমাদের লক্ষ্য অর্জনের চাবিকাঠি।

আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্পটির চারটি উপাদানকে অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছি।

এগুলো হচ্ছে: তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন, সরকারের কর্মকান্ডে জনগণকে সম্পৃক্ত করা, জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়া এবং তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো।

এই চারটি উপাদানের যোগসূত্র হচ্ছে সাধারণ মানুষ। প্রযুক্তির মাধ্যমে তাঁদের কাছে সেবা নিয়ে যাওয়া আমাদের অঙ্গীকার। আর জনগণের দোরগোঁড়ায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

প্রিয় উপজেলা চেয়ারম্যান ভাই ও বোনেরা,

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ে কথা বলতে গেলে প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যুৎ বিষয়টি চলে আসে। আমি জানি বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎ সঙ্কট চলছে। জনগণকে এজন্য কষ্ট করতে হচ্ছে।

জনগণের এই ভোগান্তির জন্য কারা দায়ী? আপনারা জানেন, ২০০১ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন ৪৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছিলাম। ৫০০০ মেগাওয়াট উৎপাদনের ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। পরবর্তীতে বিএনপি-জামাত জোটের ৫ বছর ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ২ বছরে জাতীয় গ্রীডে এক মেগাওয়াট বিদ্যুতও যোগ হয়নি। অথচ, এই খাতে হাজার হাজার কোটি টাকা লুট-পাট হয়েছে।

৫ বছরে বিএনপি-জামাত যেখানে এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দিতে পারেনি সেখানে এক বছরে আমরা ৭০০ মেগাওয়াট বিদুৎ দিয়েছি।

গ্রীস্মকালে বিদ্যুতের গড় চাহিদা দৈনিক ৫৮০০ মেগাওয়াট। অথচ উৎপাদন ক্ষমতা ৪৭০০ মেগাওয়াট। সে কারনেই মানুষকে কষ্ট পেতে হচ্ছে।

বিদ্যুৎ সমস্যাটি এমন একটি বিষয় যা স্বল্পসময়ে সমাধান করা সম্ভব নয়। এজন্য সময় প্রয়োজন।

বিদ্যুৎ সমস্যাকে আমরা  চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছি এবং ইতোমধ্যেই স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।

২০১৫ সালের মধ্যে ৯ হাজার ২৭৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। এ ছাড়া জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।

তবে শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ, আমরা যে পরিমাণ বিদ্যুৎ অপচয় করি তা রোধ করতে না পারলে উৎপাদন বৃদ্ধির সুফল ভোগ করতে পারব না। তৃণমূলের প্রতিনিধি হিসেবে আপনারা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। জনগণকে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাতি ব্যবহার, প্রয়োজন ছাড়া বাতি ও পাখা বন্ধ রাখা, আলোকসজ্জা থেকে বিরত থাকাসহ বিভিন্নভাবে বিদ্যুৎ অপচয় বন্ধে উৎসাহিত করতে আপনারা তৃণমূল নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে জনগণের কাছে যেতে পারেন।

প্রিয় উপজেলা চেয়ারম্যান ভাই ও বোনেরা,

বাংলাদেশের সামগ্রিক শাসন কাঠামোতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকারের ‘দিন বদলের সনদ' তথা ‘রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নে দেশের সকল পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে তৈরি হতে হবে।

এ ভূমিকার প্রধান নিয়ামক হবে ‘রূপকল্প ২০২১'। প্রতিটি স্থানীয় সরকার পরিষদকে স্থানীয়ভাবে স্থানীয় জনগণকে নিয়ে তাদের নিজ নিজ রূপকল্প তৈরি করতে হবে। অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে স্থানীয় পরিকল্পনা তৈরি করে তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করতে হবে।

দেশে দীর্ঘ দিন ধরে জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এক ধরণের শূণ্যতা বিরাজ করছিল। কোন দীর্ঘ মেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ছিল না, ছিল না কোন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। শুধুমাত্র বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে তথাকথিত উন্নয়নকাজ চলছিল।

এবার সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদের সরকার একটি উন্নয়ন দর্শন প্রকাশ করেছে। দিকদর্শন ছাড়া শুধু প্রকল্প নির্ভর উন্নয়নে আমরা বিশ্বাসী নই। তাই আমাদের সরকারের ‘রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের নিরিখে তৈরি হচ্ছে দশ-শালা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (Perspective Plan ২০১১-২০২১) এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০১১-২০১৫) দলিল।

আমি আশা করব, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কৌশলসমূহকে ধারণ করে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদ তাদের নিজ নিজ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

২০০৯ সালে আমাদের সরকার, স্থানীয় সরকারের যে আইনগুলো পাশ করেছে, সেসব আইনে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের জন্য পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

আমাদের সরকার স্থানীয় পরিষদসমূহের জন্য গণতান্ত্রিক ও উদার আইন প্রণয়ন করেছে। সে আইনসমূহ বিভিন্ন রকম বাধার কারণে মাঠ পর্যায়ে সঠিকভাবে কার্যকর হচ্ছে না। আবার যথাযথ প্রশিক্ষণ না হওয়ায় আইনের ভালো দিকগুলো বুঝে কাজে নামার ক্ষেত্রেও বিলম্ব হয়েছে।

আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছি, যোগ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যবহার করে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, নারী ভাইস চেয়ারম্যান এবং পরিষদে ন্যস্ত  সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি এবং নারী-পুরুষ সবাইকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

সরকারি কর্মকর্তাদের বলতে চাই, জনপ্রতিনিধি যখন প্রধান নির্বাহী হয়ে আসেন, তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিতে হবে। তাঁর অধীনে কাজ করতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

জনপ্রতিনিধিগণ যাঁরা উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদে বসবেন, তাঁদের বলব, আপনারা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে কাজ করবেন। তাঁদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখবেন। আইনের শাসনের মধ্যে থাকার চেষ্টা করবেন।

আমি কার্যকর উপজেলা পরিষদ দেখতে চাই। আমি দেখতে চাই, উপজেলা পরিষদ ২০১৫ সালের মধ্যে নিজ নিজ উপজেলায় দারিদ্রের হার অর্ধেকে নামিয়ে এনেছে। আমি দেখতে চাই শিক্ষার হার শতভাগে উন্নীত হয়েছে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং স্যানিটেশনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। প্রত্যেক উপজেলা ও ইউনিয়নে ই-গভর্ন্যান্স চালু হয়েছে। আমি সরাসরি স্থানীয় জনগণের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কথা বলব।

আমি আরও দেখতে চাই, দেশের প্রতিটি উপজেলা পরিষদ ও প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ প্রতি বছর নিজ নিজ এলাকায় অন্ততঃ একটি নদী, খাল বা জলাধারের প্রয়োজনীয় সংস্কার করেছে। আমরা দেশের বড় বড় নদীগুলোতে প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য খনন কাজ শুরু করে দিয়েছি। এটি একটি জাতীয় অগ্রাধিকার।

আপনারা স্থানীয়ভাবে এ কাজটি শুরু করুন। নদ-নদী, খাল-বিলসহ সকল জলাধারগুলো অবৈধ দখল মুক্ত করে সংস্কারে হাত দিন। সর্বত্র পানি প্রবাহ সচল রাখুন এবং নদীর পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করুন।

প্রিয় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ,

আপনারা যে সব সমস্যা ও অসুবিধার কথা বলেছেন, সেগুলো আমি একটি বিশেষ কমিটি করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করব। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, আইন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে যৌথভাবে কাজ করবেন, সে নির্দেশ আমি দিচ্ছি।

আপনাদেরও উপজেলা পরিষদের নিজ নিজ কাজে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে হবে। সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। পারস্পরিক সমঝোতা বৃদ্ধি করে কাজ শিখতে হবে, বুঝতে হবে, ধৈর্য্য ধরতে হবে।

আগামী ২০২০ সাল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। ২০২১ সাল আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। ইনশাল্লাহ্ ২০২১ সালে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলব। সেই বাংলাদেশ হবে সুখী, সমৃদ্ধ, আধুনিক বাংলাদেশ যেখানে থাকবে না ক্ষুধা, দারিদ্র্য আর অশিক্ষার অন্ধকার।

এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি ‘উপজেলা ব্যবস্থাপনা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

---